সিনে প্রোডিউসার্সের

প্রথম নিবেদন

পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

6-12-46

— সিনে প্রোডিউসার্সের অবদান —

মাতৃহারা

পরিচালনা	...	গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদনা	...	সুকুমার মুখার্জ্জী
কাহিনী	...	রঞ্জীত বন্দ্যোপাধ্যায়	রূপসজ্জা	...	অভয় দে
সংলাপ	...	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	দৃশ্যসজ্জা	...	গোপী সেন
গান ...	...	কবি শৈলেন রায়	ব্যবস্থাপনা	...	অনন্ত পাল ও মণিলাল শ্রীবাস্তব
সুর-সৃষ্টি ...	...	শচীন দেব বর্ম্মণ			
সঙ্গীত অনুস্থতি	...	দি ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা	প্রযোজনা	...	পান্নালাল পাঠক ও মঙ্গল চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্র	...	সুধীর বসু			
শব্দানুলেখন	...	সমর বসু	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	...	সুরেশ বসু, রামগোপাল খাণ্ডেলওয়ালা, ডি, রতন এণ্ড কোং
আলোক নিয়ন্ত্রণ	...	হেমন্ত বসু			
রসায়নাগারিক	...	শৈলেন ঘোষাল			

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়	...	পঙ্কজ দত্ত, অনামী চৌধুরী, রবি বসু	শব্দানুলেখন	...	সত্য ব্যানার্জ্জী শান্তি মজুমদার
চিত্রায়নে	...	শ্যাম মুখোপাধ্যায় সুশান্ত মৈত্র	সম্পাদনায়	...	সুবোধ কর্ম্মকার কালী রায়চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায়	...	কেশব গুপ্ত			

রূপায়ণে

মলিনা, জহর, প্রমীলা, পূর্ণিমা, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, মঙ্গল চক্রবর্ত্তী, ফণি রায়, কানু বন্দ্যোঃ (এঃ), প্রভা, রাজলক্ষ্মী, সুরুচী দেবী, বেলারাণী, মনোরমা, বেচু সিংহ, পশুপতি, অমর চৌধুরী, শেখর মুখার্জ্জী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, ফণি মুখার্জ্জী, গোপাল চ্যাটার্জ্জী, মাষ্টার পুন্টা

ধীরেন পাত্র, রাধারমণ পাল, মনোজ চ্যাটার্জ্জী, যুগল দত্ত, মথুরা মিশ্র, রেণু মিত্র

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :

ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

মাতহারা

(কাহিনীর সারাংশ)

বালবিধবা মাধবী বিগ্রহ সামনে রেখে উৎপলকে পতিত্বে বরণ করার সময় বুঝতেও পারেনি কতবড় দুর্বৃত্তের ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে সে ; বুঝতে পারলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসার পর উৎপল যখন তাকে টেনে তুললে ক'লকাতার এক বেশ্যালয়ে আর সেখানে তার রূপযৌবন নিয়ে বেসাতী খোলার অভিপ্রায়টা স্পষ্ট ব্যক্ত ক'রে দিয়ে। সেইসঙ্গে মাধবী একথাও বুঝলে যে কলকাতায় আসার পথে তার যে সন্তানকে সে হারিয়েছে সত্যিই সে চুরি যায়নি—উৎপলই তাকে খুন করেছে, নাহয় কোথাও ফেলে দিয়েছে।

তবুও মাধবীর ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে ; নয়তো বাড়ীউলীর মন গলিয়ে সেই পাপপুরি থেকে পালিয়ে উৎপলের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার উপায় ছিল না মোটেই। কিন্তু যাবারই বা স্থান কোথায়—যদিনা গঙ্গা তার বুকে আশ্রয় দেয় ?

তখনও ভাল ক'রে ভোর হয়নি ; রাজাবাহাদুরের পার্শ্বচর নিশীথবিলাস সমাপাণ্ডে (ওরফে পটল) ফেরবার পথে গঙ্গার ঘাটে নিঃসঙ্গ মাধবীকে পেয়ে রাজাবাহাদুরের খুন শোধ করবার একটা সুযোগ বুঝি পেলে, কিন্তু পারলে না বেশীদূর এগোতে—মাঝপথে হ'লো প্রসাদের আবির্ভাব—সে-ই উদ্ধার ক'রলে মাধবীকে আর আশ্রয়ও দিলে নিজের বাড়ীতে এনে।

অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে জগদীশবাবু ফিরছিলেন গ্রামে, কন্যা সান্ত্বনার বিবাহ দিতে। মাঝপথে ট্রেনের কামরায় একটি শিশুকে পেয়ে গেলেন। কোথায় আর ফেলে যেবেন, সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এলেন গ্রামে, কিন্তু তাইতেই বাধলো যত অনর্থ। শিশুটা যে সান্ত্বনারই, এ বিশ্বাস গ্রামের মন থেকে টলানো গেল না কিছুতেই। শেষে জগদীশ বাবুকে দায় থেকে উদ্ধার করলে তারই

প্রাক্তন ছাত্র প্রণব।

মাধবী এসে খেয়ালী শিল্পী প্রসাদের সংসারে শ্রী ফিরিয়ে এনেছে ; প্রসাদও এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে মোহাবিষ্ট—বিশ্বশায় মন্থন ক'রে মাধবীকে প্রণয়-নিবেদনের ভাষাও ঠিক ক'রে নিয়েছে, সুযোগের অপেক্ষা, ঠিক এমনি মুহূর্তে তার স্বপ্নপ্রাসাদ চুরমার ক'রতেই যেন

উৎপলের উদয় হ'লো। মাধবীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে প্রসাদের আর এক কাজ বাড়ল—তার হারাণো ছেলে খোঁজা।

সান্ত্বনাকে এনে প্রণবের সংসারে শান্তিই বিরাজ করছিলো কিন্তু ভাগ্যে সইলো না বেশীদিন কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে অথচ সান্ত্বনার সঙ্গে মুখের আদল এক! অশান্তি চরমে উঠতেও দেরী হ'লো না এবং সুখের সীমা অতিক্রম হ'তে ছেলেকে নিয়ে সান্ত্বনা দুর্যোগের বুকে কাঁপিয়ে পড়লো।

দুটি নারী—একজন উন্মাদ হ'য়ে ছুটেছে হারানোছেলের খোঁজে; আর একজন সেই মাতৃহারাকে আশ্রয় দিতে সর্বস্ব খুইয়ে ছুটেছে অজানা পথে—দুজনের পথ কি মিলবে না একই পথে এসে?

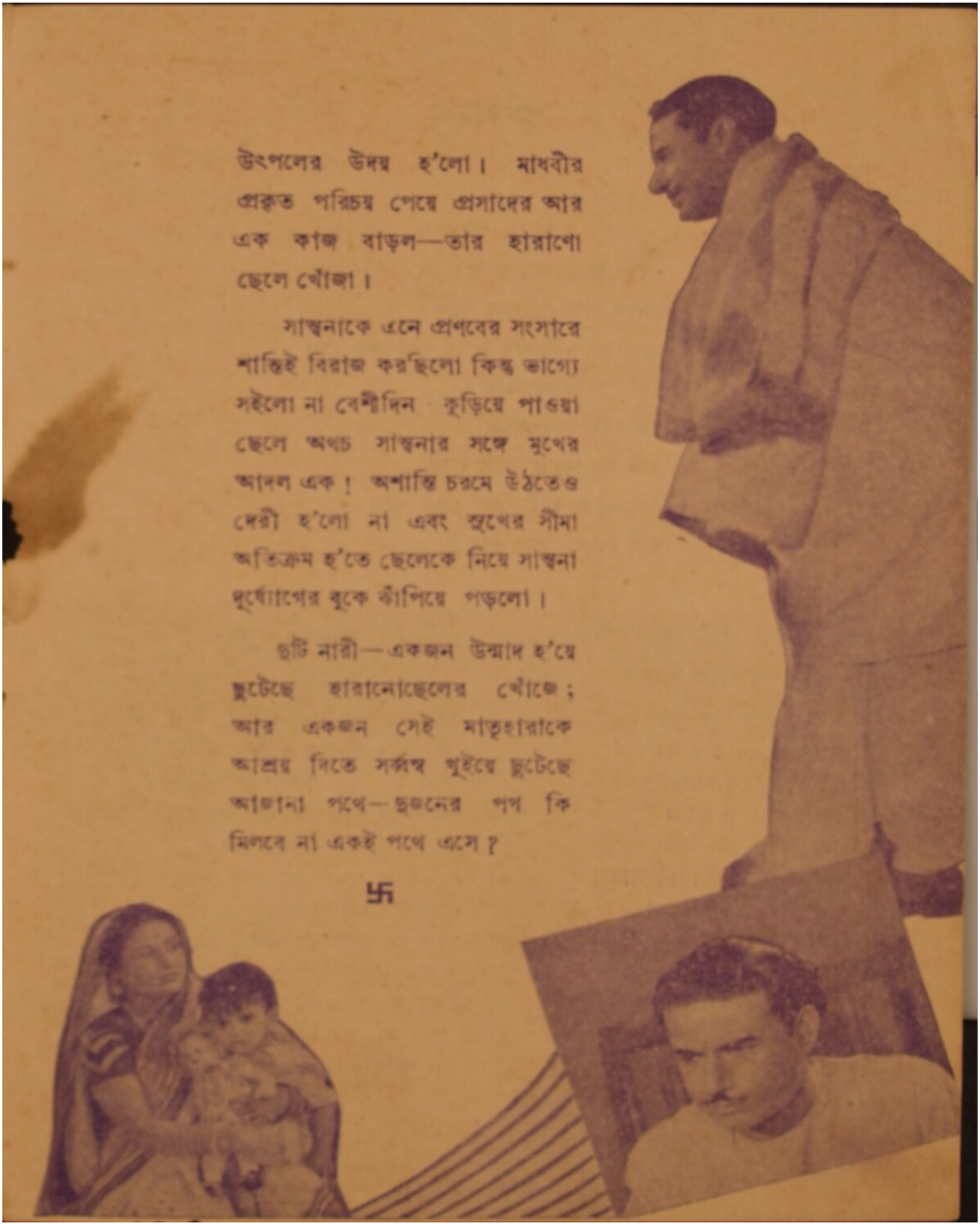

গান

(১)

মালার গান—

তোর চক্ষে বয়েছে বান
তোর বক্ষে প্রেমের ফাঁদ
মায়া মৃগ যদি সাধ ক'রে ধরা দেয় গো
ধরা সে-কি অপরাধ ?
কেন মিছে রণসজ্জা
যদি মন নিতে দিতে লজ্জা
প্রেমের চকোরী দ্বিধা কেন আর
যদি হাতে পেলে ফাঁদ ।

(২)

মালার গান—

রাত কটা সবে চার
নামালে কি মন ভার
কথা দিয়ে গেঁথে মালা
প্রাণে শুধু বাড়ে জ্বালা
চোখে চোখে বলে যাও
যত কথা কহিবার ।
বাহু ডোরে বেঁধে রাখো
ফুলডোর দিয়োনা দিয়োনা দিয়ো নাকো।
মন পাখী বনে গায়-গায়-গায়
বাতায়নে চাঁদ আর
বাতায়নে চাঁদ আর—
চোখে চোখে বলে যাও
যত কথা কহিবার।

(৩)

মালার গান—

ছোট হ'লো বড়ো রাত একি দায়
নিশি যায়, নিশি যায়
আলোর প্রভাত কাঁদে—কাঁদে
আঁধারের তিয়াসায়
মিলনের রাতগুলি না আসিতে
যেতে চায়
হায় গো না আসিতে যেতে চায়
ছোট রাতে বড় প্রেম
কেমনে বোঝাবে হায় হায় গো
কেমনে বোঝাবে হায়
ওঠ ওঠ আর নয়
পাঁচ নয়, ছয় নয়, সাতটা বাজিতে চায়
এ কি দায় নিশি যায় নিশি যায়।

বৈষ্ণবীর গান—

রাখাল বাঁশরী বাজালে বাজালে
আমার হৃদয় রাধার হৃদয়
রাঙালে রাঙালে রাঙালে
ও বাঁশরী শুনিয়া বাঁশুরিয়া
মরি গো ঝুরিয়া ঝুরিয়া
ঘরেতে ননদী কঠিন প্রহরী,
কান্দালে আমারে কান্দালে
সাঁঝের শিশির কাঁদে গো যমুনা
কেঁদে আকুল
কেলি কদম্বে আজিকে ফোটেরে
রাধা কলঙ্ক ফুল
তোমার ও বাঁশরী শুনিয়া
প্রহর গণিয়া গণিয়া
মন ঘরে রাধা পুড়ে হ'লো ছাই
লাগালে আগুন লাগালে।

মালার গান—

তোমার লাগি আমার গানে গানে
যে সুর জাগে
ফাগুন ফুলে সেইতো ফোটে বকুল শাখে।
পথিক ভ্রমর সে বলে যায়
এ গান ছিল আমারি হায়
চাঁপা ফুলের ঘুম ভাঙাতে
এ গানখানি লাগে।
কোকিল বলে না গো না
এ গান খানি মোর
এ গান গেয়ে রাত করেছি ভোর।
বাঁশী বলে এ গান আমার
এই সুরে যে গেঁথেছি হার
কোন সে প্রিয় কোন সে প্রিয়ার
মিলন মধুর রাগে।

কথাচিত্র লিমিটেড এর

প্রথম অর্ঘ্য

পূর্বরাগ

পরিচালক

অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায়

কমল, বিপিন, টুনু
সন্তোষ, দীপক, শম্ভু
বনানী, প্রমীলা, সুপ্রভা
শকুন্তলা প্রভৃতি

সোল ডিষ্ট্রিবিউটর্স প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ, দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি, এস, সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র।